সংবাদ

CU 016

তারিখ ... ২৮.৫.৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৪ ...

প্রসঙ্গ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার এবং কিছু কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার' দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কৃতিত্বের জন্যে প্রাপ্ত প্রশংসা পত্র সনদপত্রসহ আবেদন পত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ২২শে আগষ্ট ১৯৮৪। কিন্তু সংবাদপত্র ধর্মঘটের দরুন আমরা এ সংবাদ অনেক দেরীতে পেয়েছি। যার জন্যে হয়তো অনেকের পক্ষে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রী যারা হলে থাকেন তাদের অনেকেই সনদপত্র প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সঙ্গে থাকে না। এখন এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো আনার পূর্বেই শেষ তারিখ পেরিয়ে যাবে আর তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতী ছাত্রছাত্রী অনেকেই তাদের সনদপত্র প্রশংসাপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হবেন।

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ সর্বদিক বিবেচনা করে সনদপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ আরো কিছু দিন বাড়িয়ে দেয়া হোক।

বাচ্চু ওয়ারেস,২০১, কবি জসীমউদ্দীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মাসরুর আহমেদ বাপী ও ইকবাল ৪০১, সূর্যসেন হল।

... হায় দৌরাত্ম্য!

আসলে এ নিবন্ধ পড়ে আমি ঘাবড়ে গেছি। এক অজানা আতংকে ছেয়ে গেছে মন। যেহেতু শিক্ষকরাই সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জিম্মাদার সেহেতু সেই শিক্ষক সমাজেরই অর্ধাংশ যখন বীর বিক্রমে এহেন হুংকার ছাড়েন তখন ভয় না পেয়ে উপায় কি? আতংকিত চিত্তে ভাবছি, না জানি কখন আমার নিজের মুখ দিয়েই বেরিয়ে আসবে কথাটা। আরব্যোপন্যাসের আলাদীনের দৈত্যের মতো আমিও হোৎ করে উঠব—বই পড়তে ভাল লাগে না। 'বই পড়ে লাভ নেই' এটাও একটি মূল্যবান কথা বটে। আমি স্বয়ং একজন মাধ্যমিক শিক্ষককে একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী পড়েছেন কিনা? জবাবে তিনি ইংরাজীতে আমাকে বলেছিলেন, নো নিড। বলা বাহুল্য আমি বজ্রাহত হয়ে গিয়েছিলাম। দেশ বিদেশের মানুষ বিশেষ করে শিক্ষক সমাজ যখন অদম্য জ্ঞানস্পৃহায় হরদম পড়েই যাচ্ছেন তখন আমরা উটপাখীর মতো বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছি।

... 'মনের মত বই পাঠাগারে নেই' এটা নিছক অজুহাত মাত্র। অবশ্য 'মনের মত' কথাটি খুবই আপেক্ষিক। কোন জিনিসটা বিশেষ করে কোন বইটা কার মনের মতো হবে সেটা অনেক সময় বলা মুশকিল। তবে মোটামুটি একটা ধারণা নিশ্চয়ই করা যায়। আমি একটি পাবলিক লাইব্রেরীর প্রায় সাড়ে তিন হাজার বই আগলে

... অবশ্য সমালোচনা করা যায়। কিন্তু বই পড়ে নিজের আত্মার সাথে যোগাযোগ চিন্তা ও জ্ঞানের খোরাক বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি এক স্বর্গীয় আনন্দলাভ—এটা আইন করে বা ডাণ্ডা দিয়ে কাউকে বুঝানো যাবে না। বুঝাতে পারবেন আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ। পত্রিকা মারফত তাঁদের প্রতি আমার সানুনয় নিবেদন, নিজে পড়ুন, অপরকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন। নতুবা আমাদের বিভ্রান্ত মূল্যবোধ অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

মোহাম্মদ আবদুল বাসিত,
লাইব্রেরিয়ান,
পঞ্চখণ্ড গোলাবিয়া পাবলিক লাইব্রেরী,
বিয়ানীবাজার, সিলেট।